## যুবকদের প্রতি

# দরদমাখা আহ্বান

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

# উৎসর্গ

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, যে একদিন পা রাখবে ধরণীর বুকে। শৈশব-কৈশরের উঠোন পেরিয়ে পদার্পণ করবে যৌবনের আঙ্গিনায়। তার জন্য এ অগ্রিম আয়োজন।

# দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দামাত বারকাতুহুমের একটি বয়ানের লেখ্যরূপ, যা তিনি জাম্বিয়ার লুসা শহরে ইতিকাফরত অবস্থায় ইশার সালাতের পর তরুণ-যুবকদের উদ্দেশে প্রদান করেছিলেন। পুরো মাসজিদ যুবকদের পদচারণায় মুখরিত ছিল। প্রত্যেকেই তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে বসে ছিল। তিনি তাদেরকে যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। বিশেষ করে গুনাহের আধুনিক মাধ্যমগুলোর ওপর আলোকপাত করেন। সেই বয়ানে তিনি সবাইকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আহ্বান করেছেন।

বইটি পড়ে ভাল লাগায় শখের বসে ও অনুবাদ চর্চার উদ্দেশ্যে আমি ছাত্রজীবনে পড়ালেখার ফাঁকেফাঁকে একটু একটু করে তা অনুবাদ করতে থাকি। এক সময় অনুবাদ শেষ হয়ে খাতাবন্দি অবস্থায় পড়েছিল দীর্ঘদিন। জামাতে মিশকাত পড়ার জন্য ফরিদাবাদ মাদরাসায় ভর্তি হলে রুমমেট আবদুল আজিজ ভাইকে বিষয়টি জানাই। তিনি কী মনে করে যেন নিজ অর্থে তা ছাপানোর উদ্যোগ নেন। এভাবেই আমার প্রথম অনুবাদ কর্মটি ‘হে যুবক, তোমাকেই বলছি’ নামে ছাপার অক্ষরে পুস্তিকা আকারে আসে।

প্রথম মুদ্রণ শেষ হবার পর তা আর ছাপা হয়নি। প্রায় নয় বছর এখন এটি আবার নতুন নামে সন্দীপন প্রকাশন থেকে ছেপে আসছে। আমি এই প্রকাশনীর কর্ণধার রোকন ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাকে ও তার প্রকাশনীর সকল খেদমতকে কবুল করে নিন। আমীন।

# অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি (হাফিযাহুল্লাহ)-এর 'ফকির কা পয়াম নায়ে নেসাল কে নাম' নামীয় ছোট্ট রিসালাহটি অনুবাদ করার সৌভাগ্য হলো। কয়েক বছর আগের এক পড়ন্ত বিকেলে যাত্রাবাড়ী মাদরাসা সংলগ্ন এক লাইব্রেরিতে কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এই রিসালার সন্ধান পাই। চমকপ্রদ নামের কারণে প্রথম দেখাতেই বইটি আমার মন কেঁড়ে নেয়। সাথে সাথেই কিনে এনে পড়ে ফেলি। বইটির মূল উদ্দেশ্য তরুণ-যুবক শ্রেণি, যারা আগামীর পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে।

বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার আমাদের জীবনযাত্রার মানকে যেমন উন্নত করেছে, তেমনি যুবসমাজকে ঠেলে দিয়েছে গুনাহের অতল গহ্বরে। পাপাচার এখন ডালভাত হয়ে গেছে। বিপরীতে দ্বীনের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে কষ্টসাধ্য। মানুষকে বিপথগামী করতে এখন আর শয়তানকে অতটা বেগ পেতে হয় না।

এই পরিস্থিতিতে যুবসমাজের ঈমান-আমলের হিফাযতের জন্য প্রয়োজন তাদের উপযোগী দিক-নির্দেশনামূলক ওয়াজ-নসিহত। যা তাদের জন্য আঁধার রাতে আলোর দিশা হয়ে কাজ করবে। চলতি পথে রাহবারির দায়িত্ব পালন করবে। এই প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যেই শাইখ যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি (হাফিযাহুল্লাহ)-এর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

# অনুবাদকের কথা

বইটি পড়ার পর আমার বারবার মনে হয়েছে বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের জন্যও এটি অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। তাই নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে উর্দু থেকে বাংলায় ভাষান্তর শুরু করি। যারা আমাকে অনুবাদে উৎসাহ যুগিয়েছেন, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সবার প্রতি রইল আন্তরিক দুআ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

সবশেষে পাঠকের সমীপে আবেদন, এটি আমার প্রথম অনুবাদ-গ্রন্থ। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি অনুবাদের সাবলীলতা বজায় রেখে বাংলাভাষার গতি-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে। তবুও নবীন হিসেবে এতে ভুল-ত্রুটি ও ভাষাগত দুর্বলতা থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমন কিছু গোচরে এলে আমাকে অবহিত করার আবেদন রইল। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তীতে সেটা সংশোধন করে নেব। বইটি পড়ার পর আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ কাম্য রইল।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

ইমেইল : abdullahmasud887@gmail.com

# সূচিপত্র

মানব-জীবনের স্তরভেদ ১২

কাজের লোক কে? ১৩

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও নমরুদ ১৪

মূসা (আলাইহিস সালাম) ও ফিরআউন ১৬

আসহাবে কাহফ ১৭

বড়দের মান্য করবে ১৮

একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত ১৯

বায়েজিদ বিস্তামি (রহিমাহুল্লাহ) ২০

ইমাম আবূ হামেদ গাযালি (রহিমাহুল্লাহ) ২১

খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রহিমাহুল্লাহ) ২৩

কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রহিমাহুল্লাহ) ২৩

ছোটদের বড় কাজ ২৪

কুপ্রবৃত্তি প্রকাশের সময় ২৫

মোবাইল ফোনের ধ্বংসযজ্ঞ ২৭

ইন্টারনেটের ধ্বংসলীলা ২৯

মিউজিকের ক্ষতিকর প্রভাব ৩০

একটি উদাহরণ ৩১

বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা ৩২

বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার ৩৩

অসৎ লোকদের পরামর্শ ৩৫

মিডিয়াসভ্যতা ৩৬

রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা ৩৭

মানুষের অক্ষমতা ৩৮

আমরা কত বদলে গেছি ৩৯

প্রত্যেক জিনিসের ধারাবাহিকতা ৪০

একটি ঘটনা ৪২

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা ৪৪

শেষকথা ৪৮

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

## মানব-জীবনের স্তরভেদ

মানুষের জীবন বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তার জন্মপরবর্তী সময়কে বলা হয় শিশুকাল। এই সময় তার নাম রাখা হয়, দুধ খাওয়ানো হয় এবং আত্মীয় স্বজনের কোলে-পিঠে তার সময় কাটে। কিছুদিন পর সে আরেকটু বড় হয়। হাঁটা-চলা ও দৌড়-ঝাপ করতে পারে। এই বয়সে দিনের অধিকাংশ সময় সে খেলাধুলায় মেতে থাকে। একসময় সে কিশোর হয়। তার ওপর একটু-আধটু দায়িত্ব এসে পড়ে। তাকে পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে হয়। সাধারণত ছয় বছর বয়স থেকে পড়ালেখা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তার বুঝ-ক্ষমতাও বাড়ে। এরপর যখন সে যৌবনের সিঁড়িতে পা রাখে, তখন জীবন-জগত সম্বন্ধে তার আরও অনেক জানা-শোনা হয়। বুঝ-জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হয়। একপর্যায়ে মা-বাবা তার থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতে শুরু করেন। আগে সে শুধু শুনেই যেত। কিন্তু এখন নিজের মতামতও পেশ করে। এখন সে আর আগের মতো ছোট্ট নয়। সে এখন পরিপক্ক হয়েছে। ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে।

একসময় তার শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে এবং সে সম্মানজনক কোনো আয়-রোজগারের খোঁজে নামে। চাকরি-বাকরি বা ব্যাবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় বাবা-মা নিজ উদ্যোগে তার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেন। সন্তানও পূর্ণোদ্যমে কাজে নেমে পড়ে। উপার্জনের ভালো কোনো ব্যবস্থা হলে মা-বাবা তার জন্য একটা মানানসই জীবন-সঙ্গিনীর খোঁজ শুরু করে। তারপর একসময় তাকে সুন্দরী কোনো কন্যার সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এটা মানুষের জীবনের একটা শৃঙ্খলিত বিধি-ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে সে নববধূকে সঙ্গে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করে। এরপর তাদের থেকে আরেকটা নতুন পরিবারের জন্ম হয়। নতুন করে আরও অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে তার ওপর।

## কাজের লোক কে?

যৌবনকালে মানুষ প্রচুর অবসর সময় পায়। কিন্তু সে অনুযায়ী যথেষ্ট কাজ মানুষ করে না। অকর্মণ্য লোকেরা সর্বদাই “সময় নেই” বলে অভিযোগ করে। সে জন্যেই (অকর্মণ্য) বেকার ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্ব দিতে নেই। বরং যে আগে থেকেই কোনো কাজ করছে তাকে দেওয়া উচিত। দেখা যাবে, অন্যান্য কাজের সাথে এই কাজটিও সে অনায়েসে করে দেবে। অলস আর অবসর ব্যক্তির দ্বারা এটা সম্ভব নয়। কর্মঠ মানুষ ভাবে—আমার হাতে যে কাজ আছে সেটা নেহাতই অল্প। এরচেয়ে বেশি কাজ করার সক্ষমতা আমি রাখি।

যৌবন হচ্ছে মানব-জীবনের মূল সময়। এ সময় শক্তি-সামর্থ্য বেশি থাকে। স্মরণশক্তিতে ঘাটতি থাকে না। এই বয়সে মানুষ যেকোনো মূল্যে তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জন করার চেষ্টা করে। এমনকি সেটার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না।

# ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও নমরুদ

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, পৃথিবীতে বড় বড় যত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সিংহভাগেই তরুণ-যুবকদের অবদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যাঁর বংশধরদের থেকে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নবি-রাসূল দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন।

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যুবক বয়সে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন। শিরক ও মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরতেন। সে সময় নমরুদ নামক এক প্রতাপশালী বাদশা ছিল। সে নিজেকে রব দাবি করত। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তার সামনে দাঁড়িয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'তুমি ভুল করছ।' ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে সে জানতে চাইল, 'তোমার রবের পরিচয় কী?' জবাবে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) পয়গম্বরসুলভ কণ্ঠে বলেন, 'আমার রব হলেন ঐ সত্ত্বা যিনি মানুষকে জীবন ও মৃত্যু দেন।' নমরুদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'এটা তো আমিও করতে পারি।' এরপর সে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামীকে মুক্ত করে দিয়ে বলল, 'দেখেছ, আমিও জীবন দিতে পারি।' এবং আরেকজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখেছ, আমিও মৃত্যু দিতে পারি।'

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বুঝে নিলেন, এই লোক হয়তো একেবারেই নির্বোধ অথবা তার বুঝশক্তিকে সে কাজে লাগাচ্ছে না। সেটাকে আড়াল করে রেখেছে। তাই তিনি তাকে অন্য পন্থায় বুঝাতে চাইলেন। পবিত্র কুরআন এই ঘটনার চিত্রায়ণ এভাবে করেছে,

## ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) ও নমরুদ

قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ

‘ইবরাহীম বলল, আল্লাহ্ তো সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন; তুমি তা পশ্চিমদিক থেকে উদিত করো দেখি। এ কথা শুনে সে (নমরুদ) নির্বাক হয়ে গেল।’[১]

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি মূর্তিপূজারী ছিল। একবার তারা সবাই মেলায় চলে যায়। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) অসুস্থতার কথা বলে থেকে যান এবং সুযোগ বুঝে তাদের উপাস্য ছোট মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। এরপর বড় মূর্তিটির কাঁধে একটি কুঠার ঝুলিয়ে দেন। লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে তাদের উপাস্যদের এমন করুণ অবস্থা দেখে বলতে লাগল, ‘এই জঘন্য কাজটা কে করল?’ কিছু লোক বলল,

سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ

‘আমরা এক যুবককে আমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইবরাহীম নামে ডাকা হয়।’[২]

ফলে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে ডাকা হলো। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, ‘যেই মূর্তিটির কাঁধে কুঠার ঝুলানো আছে তোমরা তাকেই জিজ্ঞাসা করো।’ তারা বলল, ‘সে তো কথা বলতে পারে না।’ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) উত্তরে বললেন, ‘যে কথা বলতে পারে না এবং নিজেকে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে না, সে কী করে তোমাদের রক্ষা করবে?’ এ কথা শুনে তারা লা-জওয়াব হয়ে বলল,

---

[১] সূরা বাকারা : ২৪৮

[২] সূরা আম্বিয়া : ৬০

حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ

‘ভাইয়েরা, তোমরা তাকে জ্বালিয়ে দাও এবং স্বীয় প্রভুদের সাহায্য করো।’[৩]

মানুষের বিবেক যখন অন্ধ হয়ে যায় তখন এমনই হয়। মূর্তিগুলো তাদেরকে সাহায্য করবে তো দূরে থাক, উল্টো তারাই ওদেরকে এখন সাহায্য করছে। সবাই এক বাক্যে বলল, ‘তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দাও।’ ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে যখন আগুনে ফেলা হয় তখন তিনি ছিলেন তরতাজা এক যুবক। কুরআন কারীমে তাকে যুবক বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় পৃথিবীতে যারা সত্যের আহ্বানকে সমুন্নীত করেছে, যুগের নমরুদদের নির্বাক করে দিয়েছে এবং আগুনের কুন্ডলিতে যাদের জ্বলতে হয়েছে তারা সবাই যুবক শ্রেণির ছিল।

## মূসা (আলাইহিস সালাম) ও ফিরআউন

মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাকে ফিরআউনের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। তার বয়স সে-সময় কত ছিল? বিষয়টি বুঝে আসে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে।

তিনি একবার দুই ব্যক্তিকে ঝগড়ারত দেখতে পেলেন। একজন তার গোত্রের অন্যজন ফিরআউনের গোত্রের। তার গোত্রের লোকটি তাকে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। তিনি তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে ঝগড়ারত অপর ব্যক্তিকে একটা আঘাত

---

[৩] সূরা আম্বিয়া : ৬৮

করলেন। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ

‘মূসা তাকে একটা আঘাত করতেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।’[৪]

যদি মূসা (আলাইহিস সালাম) বৃদ্ধ হতেন তাহলে সামান্য একটা আঘাতে এমন কাণ্ড ঘটত না। এতে বুঝা যায় তখন তার পূর্ণ যৌবন ছিল। তিনি যুবক বয়সেই ফিরআউনের কাছে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন।

## আসহাবে কাহফ

পবিত্র কুরআনে আসহাবে কাহফের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এদের ঘটনা হলো, সে দেশের তৎকালীন বাদশা ছিল পৌত্তলিক। সে মূর্তিপূজায় মানুষকে জোরপূর্বক বাধ্য করত। ফলে কিছু যুবক নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে আশংকাবোধ করল। তারা ভাবতে লাগল, আমরা এই জনপদ ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাব। পবিত্র কুরআনে তাদের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ

‘তারা ছিল কতিপয় যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল।’[৫]

যুগের মহানায়ক ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), মূসা (আলাইহিস

---

[৪] সূরা ক্বসাস : ১৫

[৫] সূরা কাহাফ : ১৩